ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অব্যাহত বিক্ষোভের মুখে বন্ধ করে দিতে হয়েছে দেশের ঐতিহ্যবাহী ও প্রধান এই শিক্ষায়তনটি। গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে বিশাল-উত্তাল বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে বিকল্প পথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কর্তৃপক্ষ নিতে চায়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। ভিসি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন, তাতে বিরাজমান পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রী ও ক্যাম্পাসে বসবাসকারী পরিবারগুলোর নিরাপত্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিচ্ছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ভিসির কথা থেকে বোঝা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ তো গেছেই, এমনকি নিরাপত্তাও যেতে বসেছে। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া। বিরাজমান পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে স্থিত হবে বা কি পরিণতি লাভ করবে এখনই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পরিবেশ সৃষ্টি না হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় না খুললে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি ছাত্র-ছাত্রীদেরই হবে।

গত মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে যে নজিরবিহীন পুলিশী অনাচার হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া তারই জের। ঐ রাতে এই ছাত্রীনিবাসে প্রবেশ করে পুলিশ যে বর্বরোচিত আচরণ করেছে, তার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। প্রতিটি সচেতন ও বিবেকবান মানুষ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যা ঘটেছে বা ঘটছে তাও কিন্তু কেউ সহজভাবে নিতে পারছে না। ঘটনাটিকে মহলবিশেষ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। এই চাওয়াটা উদ্দেশ্যমূলক তো বটেই, অনভিপ্রেতও। রাজনীতির সঙ্গে সংস্রবহীন কোনো ঘটনা বা বিষয়কে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা রাজনৈতিক-বিবেকের পরিপন্থী হলেও আমাদের দেশে এরূপ চেষ্টার বিরাম নেই। শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের আবেগকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার যে কোনো তৎপরতা অসমর্থনযোগ্য। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমাগত অসহিষ্ণু আচরণ থেকে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, তাদের কি অসুস্থ রাজনীতির ক্রীড়নক হিসেবে সামনে ঠেলে দেয়া হচ্ছে? বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী হওয়া উচিত ঐ রাতের ঘটনার অনুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এইসঙ্গে এই নিশ্চয়তা, যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা আর না ঘটে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিক্ষোভ ও মিছিল থেকে সরকারবিরোধী স্লোগান উঠছে এবং ভিসি ও প্রোক্টরের পদত্যাগ চাওয়া হচ্ছে। ঘটনার জন্য ভিসি ও প্রোক্টরই যে দায়ী তা কি নির্ণীত হয়েছে? তদন্ত ও বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কারো শাস্তি দাবী করা নৈতিকতা সমর্থন করে না। ইতোমধ্যে তিনটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির গুরুত্ব সাধারণের দৃষ্টিতে অনেক বেশী। প্রতিটি তদন্ত কমিটির রিপোর্টপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করা সকলেরই উচিত। সরকার ঘটনাটির কারণে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পুরো ঘটনা অবহিত হয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। তিনি এ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সিনিয়র সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন, কথা বলেছেন ভিসির সাথেও। মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা ঘটনার নিন্দাসহ দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেছেন বলেও জানা গেছে। এ থেকে আলোচ্য ঘটনার ব্যাপারে সরকারের তথা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের দৃষ্টিভঙ্গিটি সহজেই অনুধাবন করা যায়। পক্ষান্তরে প্রধান বিরোধী দল ঘটনার মধ্যে সরকারের ব্যর্থতা খুঁজে পেয়েছে এবং সরকার ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। দলের বিদেশে অবস্থানকারী নেত্রী দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি নির্দেশ পাঠিয়েছেন 'ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনে' তাদের পাশে দাঁড়াবার। অর্থাৎ তিনি আন্দোলনকে সহযোগিতা দিয়ে এগিয়ে নিতে বলেছেন। আন্দোলনটা কি? ভিসি ও প্রোক্টরের পদত্যাগ? রাজনীতি আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এটা ভাবতেও দুঃখ ও কষ্ট হয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিনষ্ট করার একটা অপতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও কি অবশেষে সেই অপতৎপরতার শিকার হলো?

শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত অত্যন্ত ধিক্কারজনক পুলিশী তৎপরতার তদন্ত ও বিচার শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের নয়, গোটা জাতিরই দাবী। এ ক'দিনে ভিসি, প্রোক্টর, শামসুন্নাহার হলের প্রোভস্ট প্রমুখ মিডিয়াতে যেসব বক্তব্য রেখেছেন তা পরস্পরবিরোধী এবং কারো কারো বক্তব্য স্ববিরোধীও বটে। তারা সকলেই তাদের দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটা আমাদের পক্ষে এখনও জানা সম্ভব হয়নি যে, ঐ রাতে পুলিশ কার নির্দেশে হলে ঢুকেছিল এবং ছাত্রীদের এভাবে মারপিট ও হেনস্থা করেছিল। আমাদের ধারণা, এই প্রশ্নের জবাব মিললে এবং নির্দেশদাতা চিহ্নিত হলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। তদন্ত কমিটিগুলো কাজ করছে। আমরা বিশ্বাস করি, তদন্তে থলের বিড়ালসহ সবকিছু বেরিয়ে আসবে। তখন সরকারের দায়িত্ব হবে, দোষী যে বা যারাই হোক না কেন, তার বা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আমরা আশা করবো, ততদিন পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা অপেক্ষা করবে. আমরা এও আশা করবো, অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নেবে এবং ক্যাম্পাসের পরিবেশ যাতে সহিষ্ণু ও সুস্থ হয় এবং থাকে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই সহযোগিতা দেবে।